বিষয়বস্তুঃ নিয়ামতের না শুকরী করার শোচনীয় পরিণামঃ

যুল হিজ্জাহ মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৫ যুল হিজ্জাহ ১৪৪৪ হিজরী, ১৪ জুলাই ২০২৩)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া
ক্রমিক নং ১০৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ২৫ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমরা আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরী করার চরম পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্ববাসীকে মৌলিক ভাবে দুই প্রকার নিয়ামত দান করেছেন। (১) শারীরিক নিয়ামত।(২) আর্থিক নিয়ামত ।

শারীরিক নিয়ামত বলতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; হাত-পা, চোখ-কান, মাথা-মস্তিষ্ক ইত্যাদি। হাত দ্বারা স্পর্শ করি, পা দ্বারা চলি। চোখ দ্বারা দেখি। ব্রেন-মস্তিষ্ক দ্বারা ভাল-মন্দ বিচার করি। আর আর্থিক নিয়ামত বলতে, অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খোরাক, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। যদি আমরা এসব নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করি,

তবে আমরা নিয়মত দানকারী আল্লাহ তায়ালার নাশুক্‌রী করতে পারি না।

আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে দৃষ্টি শক্তি না দেন, তবে পৃথিবীর কেউ তাকে দৃষ্টি শক্তি দিতে পারে না। তিনি যদি কাউকে শ্রবণ ক্ষমতা বা কথা বলার শক্তি না দেন, তবে জগতের কেউ তাকে এসব ক্ষমতা দিতে পারবে না। তাইত আমরা দেখতে পায়, যারা মায়ের পেট থেকে অন্ধ পয়দা হয়েছে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন ডাক্তার-কবিরাজ চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারেন নি। আর না পেরেছে কেউ কোন বোবা ও বধিরকে বাক শক্তি ও শ্রবণ ক্ষমতা দান করতে।

অনুরূপ ভাবে মাল- দৌলতের নিয়ামত। একই রকম মেহনত ও প্রচেষ্টা করার পরও দেখা যায়, সকলের উপার্জন সমান হয় না। আমাদের জীবনকে টিকিয়ে রাখতে হলে খাদ্য-খাবারের প্রয়োজন। তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রকম খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ "আমি মানুষকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছি।"

আর বিভিন্ন রকম খাদ্য-খোরাক মানুষের জীবনের জন্য মূল উপকরণ। আল্লাহ তায়ালা না দিলে একটি দানা তৈরি করার ক্ষমতা কারও নেই। সূরা ওয়াকিয়ার ৬৩,৬৪, ও ৬৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ তোমরা যে বীজ বুনে থাক, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা ফসল ফলাও? না আমি ফলিয়ে থাকি। আমি

ইচ্ছা করলে তা খড়কুটা করে দিতে পারি। আর ৬৮,৬৯, ও ৭০ নম্বর আয়াতে পানির নিয়মতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেনঃ তোমরা যে পানি পান করে থাক, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে পানিকে নোনা করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না?

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে অফুরন্ত নিয়ামত দিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য। নিয়ামতের শুকরিয়ার অর্থ হল, নিয়ামতদাতার মর্জি মুতাবিক নিয়মতের সঠিক ব্যবহার করা। সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً

“নিশ্চয় কান, চোখ, ও অন্তর এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” কিয়ামতের দিন মানুষকে তার কান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চোখ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেঃ সারা জীবন মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? এক কথায়, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন, আমরা নিয়ামতদাতার শুকরিয়া আদায় করলাম কি না এবং তা সঠিক জায়গায় খরচ করলাম কি না, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সূরা তাকাসুরের শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছনঃ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

কিন্তু মানুষ বড়ই নাশুকর। আল্লাহর এত সব নিয়ামত ভোগ করা সত্বেও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। সূরা মুল্‌কের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۚ قَلِيلاً مَّا تَشۡكُرُونَ

"নবী আপনি বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

সুধীবৃন্দ ! দুনিয়াতে যত নবী-রসূল এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আপনাপন উম্মতকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন সূরা শুআ'রার ১৩২ ,১৩৩,১৩৪ নম্বর আয়াতে হযরত হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে বলেছিলেনঃ

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ۞ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ۞ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

"তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি এমন সব বস্তু দিয়েছে যা তোমরা জান।তিনি তোমাদের চতুস্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান দিয়েছেন এবং বাগ-বাগিচা ও ঝরণা।"

কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে মানুষকে, তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং

নাশুক্র কারীদের জন্য চরম শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। সূরা ইবরাহীমের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

“তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেদিলেন যে, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি তোমাদের আরও বেশি করে দেব। আর যদি নাশুকরী কর, তবে আমার শাস্তি খুবই কঠিন।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবীতে লেখা আছে, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হল, নিয়ামত দাতার নিয়ামতকে স্বীকার করা এবং তাঁর আনুগত্য ও বৈধ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তা ব্যবহার না করা। এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতকে তাঁর মনোনীত পথে ব্যয় করবে, সেটা শারীরিক নিয়ামত হোক অথবা মাল-দৌলত, আল্লাহ তাকে অধিক পরিমান দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর মর্জির খেলাফ ব্যবহার করবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

এ শাস্তি তো পরকালে হবেই, দুনিয়াতেও কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিয়ে থাকেন। কুরআন ও হাদীসে অনেক এমন জাতি ও ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নাশুকরী করার কারণে নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন।

নিয়ামতের নাশুকরী করার পরিণতি সম্পর্কে দু’টি ঘটনাঃ

(১) সূরা সাবায় আল্লাহ তায়ালা শাস্তি প্রাপ্ত সাবা সম্প্রদায়ের করুন ইতিহাস মানুষকে স্মরণ করিয়েছেন।

সাবা সম্প্রদায়ের ঘটনাঃ

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী ! এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ কুরআন মজীদে বর্ণিত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম, না নারীর, না কোন জায়গার নাম? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ সাবা একজন পুরুষের নাম।

ইয়ামন দেশের রাজধানী 'সানআ' থেকে কিছু দূরে 'মাআরিব' শহর অবস্থিত ছিল। 'সাবা' সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে বসবাস করত। শহরটি দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। যখন বৃষ্টি হত, তখন পাহাড়ের উপর থেকে পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। যার কারণে শহরের জনজীবন খুবই কষ্টকর হত। তাই দেশের সম্রাটগণ উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি মজবুত বাঁধ নির্মান করেছিলেন। বাঁধটির কারণে পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি আটকে যেত ও পানির একটি বিরাট ভান্ডার জমা হত। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার জন্য তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয়েছিল। যাতে সঞ্চিত পানি শহরের লোকদের মাঝে ও তাদের ক্ষেত খামারে শৃঙ্খলার সাথে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের অতঃপর শেষে নীচের দরজা খুলে দেওয়া হত। পরের বছর বর্ষার সময় বাঁধের তিনটি স্তর আবার পানিতে ভরে যেত। আর বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণের জন্য ঝিল নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তাতে পানির ১২টি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পানি পরিবেশন করা হত।

শহরের ডানে-বামে দুই পাহাড়ের কিনারায় ফল-মূলের দু’টি বাগান ছিল। যা পাহাড়ের কিনারায় বহুদূর পর্যন্ত লম্বা ছিল। এসব বাগানে সবধরনের গাছ-গাছালি ও ফল-মূল প্রচুর উৎপন্ন হত। বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত কতাদাহ (রহ) বর্ণনা করেছেন, একজন লোক খালি ঝুড়ি নিয়ে বাগানে গমন করলে গাছ থেকে আপনা-আপনি পতিত ফল-মূল দ্বারা তা ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।তাফসীরে ইবনে কাসীরে এসব কথা লেখা আছে।

আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরগণের দ্বারা তাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ

كُلُوْا مِنْ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْالَهُ ط بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

“তোমরা তোমাদের রবের দেওয়া রিযিক খাও এবং তার শুকরিয়া আদায় কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল প্রভু।” অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যেসব অফুরন্ত নিয়ামত ও জীবন যাপনের সামান দিয়েছেন তোমরা তা ব্যবহার কর এবং তার শুকরিয়া হিসাবে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকাজ কর।আর তার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালা তাদের শহরটির গুণ বয়ান করে বলেছেনঃ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ “পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর” তাফসীরে ইবনে কাসীরে লেখা আছে, শহরটির আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। গোটা শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর অস্তিত্বই ছিল না।যদি কোন ব্যক্তি বাইরে থেকে শরীরে বা কাপড়-

চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে শহরে আসত, তবে তা আপনা-আপনি মরে যেত।

আল্লাহর নবীগণ তাদের আরও জানিয়ে ছিলেন যে, তোমাদের রব খুবই ক্ষমাশীল। যদি তোমরা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর ও তাঁর আনুগত্য বা ইবাদত কর, তবে তিনি তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের এ নিয়মত কেবল ইহজগতেই সিমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পরকালে তোমাদের জন্য স্থায়ী নিয়মতের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু কে শুনে কার কথা। পয়গম্বরগণের উপদেশ ও সতর্কবাণী সত্বেও সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা আদেশ অমান্য করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের নাফরমানীর কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

فَأَعۡرَضُواْ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلۡعَرِمِ

“তারা আল্লাহর আদেশ পালনে বিমুখ হল, ফলে আমি তাদের উপর প্রবল বন্যা পাঠালাম” যে বাঁধ তাদের বন্যার অতিরিক্ত পানি থেকে হেফাযতের উপায় ছিল, সে বাঁধ তাদের মুসীবত ও ধ্বংসের কারণ হল। মুফাসসিরগণ বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন বাঁধের গড়াই অন্ধ ইন্দুঁর লাগিয়ে দেন। তারা বাঁধের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়, অতঃপর বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল ধরে, অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমস্ত এলাকাই ছড়িয়ে পড়ে, ফলে শহরের সব ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হল এবং গাছ-পালা উজাড় হয়ে

গিয়েছিল।

বর্ণিত আছে, তাদের কিতাবে লেখা ছিল যে, বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংস হবে। তাই বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখতে পেয়ে তারা ভিতু হয়ে গিয়েছিল, ইঁদুর নিধনের জন্য তারা বাঁধের নীচে অনেক গুলি বিড়াল ছেড়ে দেয়। কিন্তু ভাগ্যের লেখা কে মুছতে পারে? বিড়াল দ্বারা ইঁদুর নিধন করা সম্বব হই নি। এ গোত্রের কিছু বিচক্ষণ লোক বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। আর বৃষ্টি শুরু হলে আরও কিছু লোক চলে যায়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ বন্যার পানিতে প্রাণ হারায়। এভাবে সমস্ত শহরটি জনশূন্য হয়। বন্যার পানিতে তাদের বাগান নষ্ট হওয়ার পর বাগানের অবস্থা পরবর্তন হয়ে যায়। সূরা সাবা'র ১৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَبَدَّلْنٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيْلٍ

"আর আমি তাদের বাগান দুটিকে এমন দুটি বাগানে পরিবর্তন করে দিলাম, যাতে বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং অল্প কিছু কুল গাছ উৎপন্ন হয়।" এ আয়াতে خَمْطٌ শব্দের মানে হল, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট গাছ। মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম ফল-মূলের বাগান দুটির পরিবর্তে ঝাউ গাছ ও তিক্ত কাঁটাবিশিষ্ট এমন গাছের বাগান দিলেন যার ফল-মূল ছিল অত্যন্ত বিস্বাদ ও তিত।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

সূরা কাহ্ফে আল্লাহ তায়ালা একজন মু'মিন ও কাফিরের ঘটনা

বর্ণনা করেছেন। কাফির লোকটিকে আল্লাহ তায়ালা অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অহংকারে একজন মু'মিন ব্যক্তির সাথে তর্কে নেমেছিল। আল্লাহ তায়ালার গযবে তার ধন-সম্পদে শেষ হয়ে যায়। সূরা কাহ্ফের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

"ওগো নবী ! আপনি তাদের কাছে দু'জন লোকের উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম। আর বাগান দু'টিকে বেষ্টন করেছিলাম খেজুর গাছ দ্বারা। উভয় বাগানের মধ্যস্থলে শস্যক্ষেত দিয়েছিলাম।" বাগান দু'টি ও শস্য খেতে প্রচুর পরিমান ফল-ফসল ও শস্য উৎপন্ন হত। পানি সরবরাহ করার জন্য তাতে একটি খাল ছিল। ফলে লোকটি অগাধ ধন-সম্পত্তি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দে গর্বিত হয়ে উঠে। আর মু'মিন লোকটি ছিল গরীব। একদিন ধনী লোকটি অহংকার করে তার গরীব ভাইকে বলে, দেখ আমার কত অগাধ ধন-সম্পদ। কোন কিছুর অভাব নেই। কথা বলতে বলতে সে তার বাগানের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলে, এমন সুজলা-সুফলা বাগান কারও আছে ? এ বাগান কখনও নষ্ট হতে পারে না। কিয়ামত কখনও হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর যদি হয়ও, তবুও আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই; আমি সেখানেও এর চেয়ে

উত্তম সুখ-সম্পদ লাভ করব।

তার এ কথা শুনে মু’মিন লোকটি তাকে বলেছিলেনঃ তুমি কি মহাশক্তিশালী আল্লাহকে অস্বীকার করছ ? যিনি তোমাকে প্রথমতঃ মাটি, পর্য্যায় ক্রমে বীর্য বিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? মানুষের আকৃতি দিয়েছেন? শুনে রাখ, আমি কিন্তু তাকে আমার রব বলে মানি এবং অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করি না। তোমার এ বাগান ও ধন-সম্পদের কারণে অহংকার না করে বলা দরকার ছিল- সবই আল্লাহর ইচ্ছা।তার সাহায্য ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। আর আমাকে যে তুমি ধন-সম্পদে দূর্বল দেখছ, এ জন্যে তুমি ধোঁকায় পড়না। দিন বদলাতে সময় লাগে না। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমাকে সর্বহারা করে আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম বাগান দিতে পারেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে আগুন পাঠাবেন। ফলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে খালের পানি শুকিয়ে যাবে। আর তুমি পানির কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না।

মু’মিন লোকটির কথা মত সত্য সত্যই তার বাগানে আল্লাহর গযব নেমে আসে। তার বাগান নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। তখন সে হতাশ হয়ে মনের দুঃখে আফসোস করে বলেছিলঃ হায় আমি যদি শির্ক না করতাম।

ভাই সকল ! কুরআন মজীদে এসব ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা আত্মভোলা মানুষকে তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও

আনুগত্যের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর ইবাদত-উপাসনা করার তাওফীক দান করুন।আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল